সংবাদ

তারিখ ২৯ OCT 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

খুলনায় স্কুল ভবন এনজিওর দখলে

প্রতিনিধি, খুলনা

খুলনার দাকোপ উপজেলায় স্কুলের ভেতর এনজিওর কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। উপজেলার অধিকাংশ স্কুলের ফাঁকা জায়গায় স্থাপনা ও স্কুল কাম-সাইক্লোন শেল্টারের নিচতলায় কক্ষ তৈরি করে রূপান্তর ও অ্যাকশন এইড নামে দুটি বেসরকারি সংস্থা এ উপজেলায় কাজ করছে। ৫বছর ধরে এসব স্কুলের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করে সংস্থা দুটি কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে অভিযোগে জানা গেছে। দাকোপ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে রূপান্তর নামে একটি এনজিও তাদের ২৫টি শেল্টারের অধিকাংশেরই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন দখল করে। এর মধ্যে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে গিয়ে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর ও অ্যাকশন এইডের সাইনবোর্ড ঝোলানো অবস্থায় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো হচ্ছে- কামারখোলা ইউনিয়নের শ্রীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুতারখালী ইউনিয়নের কালাবগী সালেহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুতারখালী-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ কালাবগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালাবগী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালাবগী সুন্দরবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, রূপান্তর ও অ্যাকশন এইড উল্লিখিত স্কুল ভবনেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বিদ্যালয় ভবনের বাইরের দেয়ালে বড় বড় সাইনবোর্ডও ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এসব স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ অন্যদের ম্যানেজ করে এ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। ফলে স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। একদিকে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম, অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থার কৌশলী কার্যক্রম। এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেই প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের। দাকোপ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে অনুমোদন নেয়ার জন্য তাদের কাছে কোনো সংস্থা আবেদন করেনি এবং এ দফতর থেকে কোনো অনুমোদনও দেয়া হয়নি। একই কথা বলেছেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকতা পাভীন জাহান। তিনি বলেন, দাকোপে রূপান্তর এবং অ্যাকশন এইডের এসব কার্যক্রমের জন্য কোনো আবেদন আমরা পাইনি।

পীরগঞ্জে মাদ্রাসায় হামলা দুই শিক্ষক আহত

প্রতিনিধি, পীরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের পীরগঞ্জে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটিতে পুনরায় সভাপতি হতে না পারায় দলবল নিয়ে মাদ্রাসায় হামলা চালিয়ে সুপারের অফিস কক্ষের আসবাবপত্র ভাংচুরকরাসহ দু'শিক্ষককে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা চলাকালীন সময়ে বড়আলমপুর দাখিল মাদ্রাসায় সংঘটিত ওই ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। এজাহার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বড়আলমপুর ইউনিয়নের বড়আলমপুর দাখিল মাদ্রাসার পরিচালানা কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়ায় ভূতপূর্ব সভাপতিকে বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এ নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষকসহ কমিটির অন্য সদস্যদের সাথে ভূতপুর্ব সভাপতির মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে শফিকুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, মমিনুল ইসলাম, চান মিয়া, লিমন মিয়া, জয়নাল আবেদীন, সাদেক আলী আবু বকর, পচাসহ আরও ৭/৮জন লাঠিসোটা, লোহার রড, ছোরা, বল্লম, হাসুয়া ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাদ্রাসার ভিতওে প্রবেশ করে অশ্রব্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। এ সময় মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক একরামুল হক ও তৈয়ব আলী গালাগাল করতে নিষেধ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাতে থাকা লাঠিসোটা, লোহার রড দিয়ে ওই দু'শিক্ষককে অন্যায়ভাবে মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করে। এ সময় শিক্ষক তৈয়ব মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হামলাকারীদের মধ্যে ১ জন তার বুকের ওপর বসে শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা চালায়। এরই একপর্যায়ে অন্যরা মাদ্রাসার অফিসে ঢুকে অর্ধলক্ষাধিক টাকা মূল্যেও আসবাবপত্র ভাংচুর করে। ওই ঘটনায় মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসীর মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে ওই মাদ্রাসার ভূতপূর্ব সভাপতি আব্দুর রউফ প্রধান বলেন, ওই ঘটনাটি আমার বিরোদ্ধে একটা সাজানো নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। মাদ্রাসার সুপার আব্দুল খালেক বলেন, ঘটনার সময় আমি মাদ্রাসার কাজে বাইরে ছিলাম। খবর শুনে তাড়া-তাড়ী ফিরে আসি। এ ঘটনায় মাদ্রাসার সুপার বাদী হয়ে ওই দিনই পীরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৩৯।